

বিশ্ব খাদ্য দিবস

১৬ই অক্টোবর ১৯৯২



খাদ্য ও পুষ্টি স্বাস্থ্যের উৎস

সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

Food and Nutrition

A healthy population is a prerequisite to the attainment of national goals. Corollary to this is the provision of adequate meals to all citizens. This is a key to the promotion and maintenance of health and economic productivity. An inadequate diet is unquestionably an important characteristic of a poor standard of living and an attack on nutrition. Consumption (of right kind of food) is one of the important aspects of nutrition which is directly related to availability (production). Hence the key element of nutrition is food.

2. In 1974 the universal declaration on Eradication of Hunger and Malnutrition adopted at the World Conference Stated: "Every man, woman and child has

the inalienable right to be free from hunger and malnutrition in order to develop fully and maintain their physical and mental facilities." Among all basic needs, food deserves the highest consideration in the ultimate goals and objectives of development. The basic components of food are classified as energy producing, body-building and protective. The energy producing nutrients yield physical activities and maintenance of essential functions. The body-building nutrients are needed for growth, repair and

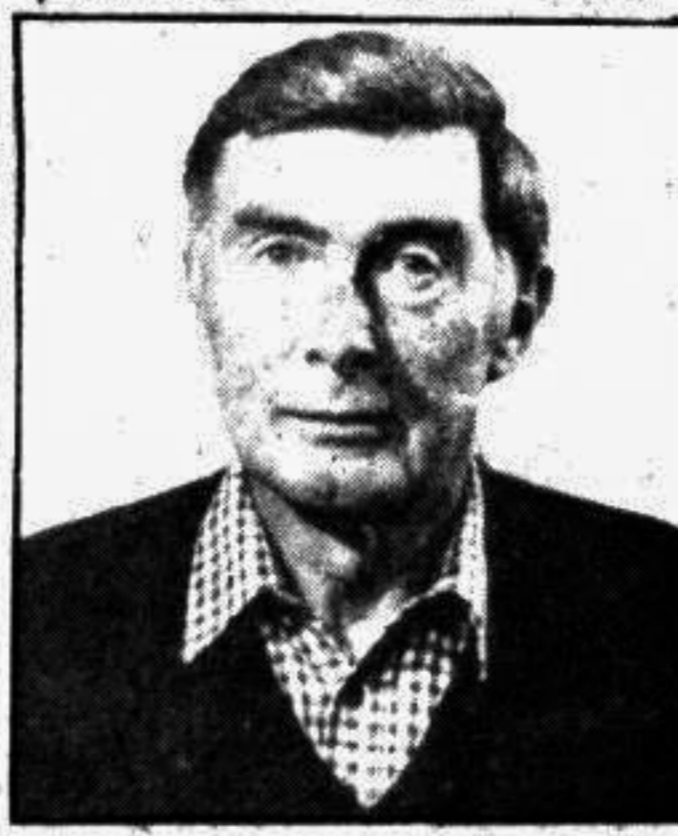
replacement of tissues. The protective nutrients are required for resistance against disease. There is a proverb, "of all the gifts of God, health is one of the best" Therefore, a good health is a basic human right.

3. According to a survey of BIDS nearly 44 percent of the households in Bangladesh live below the poverty line measured with an estimated income of Tk. 4340 equivalent to US \$ 135 at the current price of 1988-89. A preferred measure of poverty in Bangladesh has been the head-count ratio, which is based on the average daily calorie intake of individuals. Using an estimated required daily intake of 2112 calories Bangladesh Bureau of

Statistics (BBS) estimated that 47 percent of the population could not attain this level of consumption indicating that they are below the absolute poverty level. BBS also estimated that about 27 percent of the population are below hard-core level of poverty (1805 Calories/ day/ person). Another commonly used measure of rural poverty in Bangladesh is the extent of agricultural landholdings. In the 1981 population census, 56% of individuals reported themselves as landless making them dependent on share-cropping and wage-labour income. This number has undoubtedly increased since that time. Finally measures such as life expectancy at birth also show a poor performance for Bangladesh. Life expectancy averaged 51 years in Bangladesh in 1988 as against an average of 60 years for all low income countries.

4. The convergence of poverty has resulted in acute malnutrition of the population. Only 1.3 million (5.6%) out of total 23 million children under 6 years of age are nutritionally normal in terms of their weight for age. Remaining 21.7 million (94.4%) are victims of malnutrition. The average weight and height of non-pregnant women range from 39-41 kg and 147-148 cms respectively indicating prevailing undernutrition among them. In addition to food taboos, and less intake of nutrients including micronutrients during pregnancy, maternal infections, teenage pregnancy and physical stress all precipitate into a high rate of low birth weight (40%). On average 100 children become blind every day due to vitamin A deficiency in the country. Low intake of vitamin A containing foods, including vegetables, and erosion in breast feeding, infections, food taboos, less fat and protein intake are the major causes of this problem. About 70 percent of mothers and children are suffering from deficiency anemia. About 10.5 percent of population suffer from visible goiter for iodine deficiency. Iodine deficiency also impairs growth and in pregnant women causes

See Page 9



chemicals that can harm farm workers and leave excessive residues in food. Nutrition is a multi sectoral concern. Improving nutrition will require carefully planned multi sectoral cooperation and coordination to ensure that adequate quantities of safe, good quality and nutritious food are made available to all to improve nutrition and raise living standards. Strong commitment by all concerned is therefore needed.

Peter Myers
FAO Representative

M. Akmal Husain
Joint Secretary
Ministry of Agriculture

Dr. Abdur Rahim
Director, BARC



বাণী

সাবলীল ও সুস্থ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য খাদ্য ও পুষ্টি যা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহু। আমাদের সমাজে পুষ্টির খাদ্য ও পুষ্টি জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ পুষ্টি হীনতায় ভুগছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদেরকে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যা সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারের সুস্বাস্থ্য বিধান করে আমরা স্বনির্ভর কর্মসূচীর সাফল্য অর্জন করতে পারি। এই লক্ষ্য অর্জনে পুষ্টির খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনে অগ্রাধিকার প্রদান এবং জনগণকে খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে আরো সচেতন করে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে।

সুস্থ, কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে বিশ্ব খাদ্য দিবস প্রেরণার উৎস হবে বলে আশা করি। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অনন্য প্রেরণায় সমৃদ্ধ হোক এই বিশ্ব খাদ্য দিবস-এই কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ



বাণী

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে ১৬ই অক্টোবর বিশ্বব্যাপী বিশ্বখাদ্য দিবস উদযাপিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও এ দিবসটি অন্যান্য বৎসরের ন্যায় উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ বছরের বিশ্বখাদ্য দিবসের শ্লোগান খাদ্য ও পুষ্টি। বাংলাদেশের বর্তমান শ্রেণ্যপটে এই শ্লোগানটি অত্যন্ত অর্থবহু। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮-৭ ভাগই গ্রামে বাস করে এবং আমাদের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। কিন্তু দুঃজনক হলেও সত্যি আমাদের উৎপাদক শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এর অর্থনৈতিক কারণ যেমন রয়েছে, তার চেয়েও বড় কারণ আমি যা মনে করি, তাহলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজ্ঞানের অভাব। আমরা যদি স্বাস্থ্যসম্মত স্বাস্থ্যসম্মত সেনিটেশন, বিস্তৃত খাবার পানি, পরিকল্পিত পরিবার আর স্বাস্থ্য ও সহজলভ্য অথচ পুষ্টির খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের সুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি তাহলে সর্বস্তরে খাদ্য ও পুষ্টির মান বজায় রাখা সহজতর হবে।

এবারের বিশ্বখাদ্য দিবসকে আমি স্বাগত জানাই। আশা করি, আমরা সবাই যেন দিবসটির মর্মার্থ উপলব্ধি করে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারি। আমি দিবসটির সাফল্য কামনা করি।

মেজর জেনারেল এম মজিদ-
উল হক (অবঃ)

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সেট
পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ
মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এ দেশের বিশাল জন-গোষ্ঠীর অধিকাংশই অপুরিতে ভুগছে। শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও কর্মক্ষমতাকে সচল রাখার চাবিকাঠি হচ্ছে সুস্থ খাদ্য। পুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সঠিক ও সুস্থ খাদ্য গ্রহণ করা। কাজেই পুষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে খাদ্য। এ প্রেক্ষাপটে এবারের বিশ্বখাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "খাদ্য ও পুষ্টি" বাংলাদেশের তথা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান বাংলাদেশের ৫০ ভাগ কৃষক ভূমিহীন এবং এ হার প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আবাদ যোগ্য জমি হ্রাসের ফলে সর্বাধিক প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছে দেশের খাদ্যব্যবস্থায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে ২০০৫ সন নাগাদ ১৪০০ কোটি জনগণের জন্য এ দেশের খাদ্য চাহিদা হবে ২ কোটি ৩০ লাখ টন। ১৯৯২ সন নাগাদ আমরা প্রায় ২ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের ধরে রাখার জন্য আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সীমিত রাখা প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার শতকরা ২.১৭ থেকে কমিয়ে ১.৯৯৫ সালে ১.৮ ভাগে পরিণত করা এবং ২০১০ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে সরকার শিশু মৃত্যুর হার রোধ, খাদ্য ও পুষ্টিমান সম্পর্কিত প্রচারণা, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

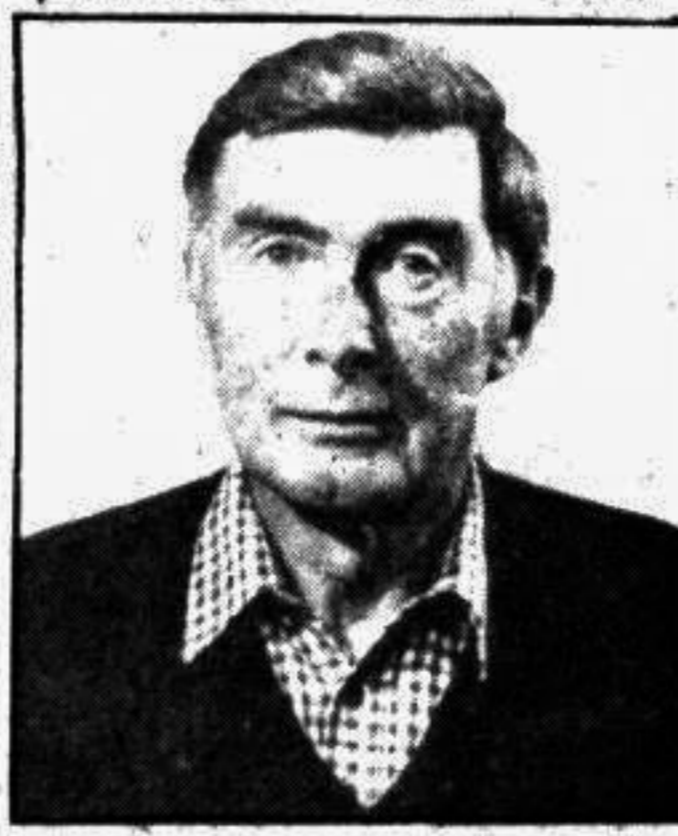
এ বছরের বিশ্বখাদ্য দিবস উদযাপন দেশের বিপুল জন-গোষ্ঠিকে অধিক খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টি প্রশিক্ষণে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ দিবসটির সাফল্য কামনা করি।

কামাল ইবনে ইউসুফ
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Message

Improving nutrition through sustainable food production and food control systems with a population of 110 million and growing at nearly 2.2 percent per year, Bangladesh is faced with the gigantic challenge of feeding its people.

Sustaining food production in Bangladesh depends largely on the actions of the small farmers and farm households who form the backbone of the rural economy. One of these is the tradition of homestead gardening. These home gardens can help satisfy the subsistence needs of poor farmers and, because of their diversity, can provide a sustained supply of fruits and vegetables, starchy staples such as root crops and cooking bananas and medicinal plants as well as animal protein. Increased production of food and agricultural products must also address food quality and safety. Responsibility for keeping food safe stretches from the farm to the consumers. Agricultural education and extension services, for example, can improve farmers' knowledge about pesticides and other



chemicals that can harm farm workers and leave excessive residues in food. Nutrition is a multi sectoral concern. Improving nutrition will require carefully planned multi sectoral cooperation and coordination to ensure that adequate quantities of safe, good quality and nutritious food are made available to all to improve nutrition and raise living standards. Strong commitment by all concerned is therefore needed.

Peter Myers
FAO Representative



বাণী

প্রতি বছরের মত এবারও সারা বিশ্বে ১৬ই অক্টোবর 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' উদযাপিত হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'খাদ্য ও পুষ্টি'-যা উন্নয়নশীল বিশ্বের খাদ্য পরিহিতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সমায়োগ্য এক জরুরী বার্তা। আমাদের মত ঘনবসতি ও জনবহুল রাষ্ট্রের জন্য এ বার্তা আরো গুরুত্ববহু।

খাদ্য সমস্যার মতই আমাদের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে পুষ্টির সমস্যা। আমাদের দেশে পুষ্টিহীনতার প্রধান শিকার হচ্ছে শিশু ও তাদের মায়েরা। স্বচ্ছ, মাতৃ দুগ্ধই হচ্ছে শিশুদের জন্য পুষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। তাছাড়া, কমদামী দেশীয় শাক-সব্জির অন্যান্য খাদ্যাদ্য ব্যবহার করে পুষ্টির মূল্যবান উপাদান। এখন প্রয়োজন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে পুষ্টির খাদ্য গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। তাহলে খাদ্যে স্বয়ংক্রিয় অর্জনের সাথে সাথে পুষ্টি সমস্যা লাঘবও সম্ভব হবে।

আমি আশা করি, এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের মর্মবাণী আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারবো। আমি দিবসটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

খালেদা জিয়া

প্রধান মন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

কিন্তু এই পুষ্টিহীনতা বর্তমানে বাংলাদেশে এক চরম সমস্যা ও জাতীয় অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে পুষ্টিহীনতাজনিত কারণে প্রতিদিন অসংখ্য শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, প্রসূতি মা, অন্ধ, বোবা ও কৃশকায়, শ্রীহীন হয়ে পড়তে বরণ করছে; তেমনি গম্যাজের কাছে বোকা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। অজ্ঞতা, খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথোচিত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব অনেক সময় রুগ্ন, স্বাস্থ্য বংশধর সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, সঠিক পুষ্টি সম্পর্কে যথোচিত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব অনেক সময় রুগ্ন, স্বাস্থ্য বংশধর সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, সঠিক পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "খাদ্য ও পুষ্টি" অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের জনগণকে সচেতন করে তুলতে বলে আমার বিশ্বাস। আমি দিবসটির সাফল্য কামনা করি।

আনওয়ারুল ইসলাম

অতিরিক্ত সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়

ও

আহায়ক

জাতীয় সাংগঠনিক কমিটি,

বিশ্ব খাদ্য দিবস-১২



বাণী

এ বছর "বিশ্ব খাদ্য দিবস" জাদশ বর্ষে পালন করেছে। প্রতি বছর এক-একর উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ব খাদ্য দিবস ১৬ই অক্টোবর নতুন নতুন আঙ্গিকে এই দিনটির তাৎপর্য সম্পর্কে বিশ্ববাসীদের সজাগ করে তুলে। এ বছরের বিশ্বখাদ্য দিবসের শ্লোগান "খাদ্য ও পুষ্টি" অত্যন্ত সমায়োগ্য।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একদিকে যেমন বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা, অপর-দিকে তেমনি বাড়ছে পুষ্টির সমস্যা। বর্তমানে আমরা খাদ্য ঘাটতি পূরণে কিছুটা এগিয়ে গেলেও অপুরিত সমস্যা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। পুষ্টিযুক্ত খাদ্য এবং বিভিন্ন

আন ম ইউসুফ
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়